আমাদের সময়

তারিখ 15 FEB 2016
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

প্রতিষ্ঠিতদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী

ছোটবেলার স্কুলে উপহার দিন

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

দেশের প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ডিজিটাল শ্রেণিকক্ষ প্রতিষ্ঠায় সমাজের প্রতিষ্ঠিত ও বিত্তবানদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গতকাল রোববার নিজ কার্যালয়ে ইন্টার-অ্যাকটিভ মাল্টিমিডিয়া ডিজিটাল কনটেন্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এ আহ্বান জানিয়ে বলেন, যারা বিত্তবান এবং সমাজে একটু প্রতিষ্ঠিত, তাদের কাছে আমার এই অনুরোধ থাকল– যার যার এলাকায়, যে স্কুলে পড়াশোনা করে এসেছেন, আপনারা সেখানে একটি করে উপহার দেবেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ১৬ কোটি মানুষের দেশে ৬৩ হাজার ৬০১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একটি করে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম করা খুব কঠিন হবে না। আমরা সরকারের পক্ষ থেকে যা করার করছি। তবে নিজেদের পক্ষ থেকে কিছু উদ্যোগ নেওয়া জরুরি। সরকারপ্রধান বলেন, আমাদের দেশে কোনো এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ৪

ছোটবেলার স্কুলে উপহার দিন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) কিছু করলেই সবাই বলে, এটা সরকার করবে। কেন শুধু সরকার করবে? অনুষ্ঠানে প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য মাল্টিমিডিয়া কনটেন্ট তৈরির কাজের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী। প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান এবং বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়বিষয়ক ১৭টি বইয়ের ইন্টার-অ্যাকটিভ মাল্টিমিডিয়া কনটেন্ট তৈরি করা হচ্ছে এ কার্যক্রমের আওতায়। বাংলা, গণিত, বিজ্ঞান এবং বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়ের ১২টি এবং সেভ দি চিলড্রেন ইংরেজি পাঁচটি বইয়ের কনটেন্ট তৈরিতে কারিগরি সহায়তা দিচ্ছে ব্র্যাক।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে তৈরি হতে হবে দেশকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য। তাদের শিক্ষার ভিত্তিকে আরও মজবুত করে গড়ে তুলতে চাই। মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম হয়ে গেলে শিক্ষার্থীদের আরও বেশি জানার, বোঝার ও পড়ার সুযোগ পাবে। শেখ হাসিনা বলেন, আমরা পারি, আমরা পারব– এই আত্মবিশ্বাস সবার মাঝে থাকতে হবে।

সমাজে প্রতিষ্ঠিতদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের সবাই তো কোনো না কোনো প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন, ছাত্রী ছিলেন। এখন অনেকেই গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় অধিষ্ঠিত। কেউ সরকারি চাকরিতে আছেন, কেউ প্রাইভেট সেক্টরে আছেন, কেউ ব্যবসায় আছেন, কেউ ব্যাংকে আছেন। তিনি বলেন, প্রত্যেকে একটি উদ্যোগ নিন না, ওই ছোটবেলার স্কুলে! যেখানে খেলার অনেক স্মৃতি রেখে এসেছেন। সেই স্কুলগুলোয় কেউ একটা মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর দিলেন, কেউ একটা ল্যাপটপ দিলেন, এভাবে একটা উপহার আপনার স্কুলকে দিলেন। প্রধানমন্ত্রী নিজেও তার এলাকায় বেশ কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কিছু ল্যাপটপ ও প্রজেক্টর উপহার দিয়েছেন বলে অনুষ্ঠানে জানান।

অনুষ্ঠানে একটি ওয়েবসাইটেরও উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী। ইন্টার-অ্যাকটিভ মাল্টিমিডিয়া ডিজিটাল কনটেন্টের ওপর গুরুত্বারোপ করে শেখ হাসিনা আরও বলেন, বই পড়ে শেখা, আর চোখে দেখে শেখার মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। তিনি বলেন, প্রাথমিক শিক্ষাই শিক্ষার মূল ভিত্তি। এজন্য আমরা প্রাথমিক শিক্ষাকে গুরুত্ব দিই। বাচ্চাদের কাছ থেকে বেশি শেখা যায়; বাচ্চারা বেশি মেধাবী।

নিজ পরিবারের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে শেখ হাসিনা বলেন, আমরা আমাদের ছেলেমেয়ের পরীক্ষা এলে আগের দিন বলেছি, এতো পড়াশোনা করে লাভ নেই; এখন একটু ঘুমাও। সারা রাত পড়ে শেষে কিছুই লিখতে পারবা না। ঘুমাও, না হয় অন্য কাজ কর। যেটুকু পড়া আছে, সেটুকুর ওপর পরীক্ষা দেবে। সত্যি কথা বলতে কি কেউ তো খারাপ রেজাল্ট করে নাই। অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে ব্র্যাকের চেয়ারম্যান ফজলে হাসান আবেদ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান ফিজার, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, সেভ দি চিলড্রেনের মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়া বিভাগের ভারপ্রাপ্ত আঞ্চলিক পরিচালক মাইকেল ম্যাকগ্রা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব হুমায়ুন খালিদ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সচিব শ্যাম সুন্দর শিকদার বক্তব্য রাখেন।